২৮/১০/২০০৩

ভোরের কাগজ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ৩ ...

ঢা.বির দুদল শিক্ষকের বিরোধ

এক শিক্ষক আরেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় জিডি করেছেন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির গত রোববারের সভায় নীল দল এবং সাদা দলের শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ এবং বাকবিতণ্ডার জের ধরে সাদা দলের জনৈক শিক্ষক নীল দলের জনৈক শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় জিডি করেছেন। রমনা থানায় দায়েরকৃত জিডিতে সাদা দলের শিক্ষক নেতা ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের চেয়ারম্যান আনোয়ার হাসান বলেছেন, ড. মেসবাহউদ্দিনের নিয়োজিত লোকদের দ্বারা যে কোনো সময় আমি আক্রান্ত হতে পারি। এই অবস্থায় আমি আমার পরিবারের নিরাপত্তার জন্য ভীষণ চিন্তিত।

নীল দলের শিক্ষক নেতা এবং বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ড. মেজবাহউদ্দিন তার বিরুদ্ধে ড. আনোয়ার হাসানের অভিযোগ সম্পর্কে বলেন, ঐ দিন (রোববার) সবার সামনেই ঘটনা ঘটেছে। উভয় দলের শিক্ষকরাই দেখেছেন কার বিরুদ্ধে কে কি আচরণ করেছেন। ড. আনোয়ার হাসানের অভিযোগকে তিনি অসত্য, বিকৃতমানসিকতাসম্পন্ন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তার বিষয়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিকে অবহিত করেছি।

প্রসঙ্গত, গত রোববারের শিক্ষক সমিতির এক জরুরি সভায় ড. মেসবাহউদ্দিন তার বক্তব্যে মতিউর রহমান নিজামীকে 'রাজাকার হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, মন্ত্রিসভায় তার অন্তর্ভুক্তি আমাদের স্বাধীনতার ঐতিহ্যকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। ঢা.বি শিক্ষক সমিতিতে রাখা শহীদ শিক্ষকদের ছবির দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন যে, 'শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের ছবির নিচে আমরা দাঁড়িয়ে কথা বললেও আজ সরকারের মন্ত্রিসভায় রাজাকাররা স্থান পেয়েছে। এই রাজাকাররা গাড়িতে স্বাধীনতার পতাকা নিয়ে চলাচল করছে। এসব পরিতাপের বিষয়।' তার কথা শেষ না হতেই ড. আনোয়ার হাসান ক্রুদ্ধভাবে তার দিকে তেড়ে আসেন এবং কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বলেন, 'কাঁচা খেয়ে ফেলবো'। এরপর সমিতির সভাপতি ড. আমিনুর রশীদ সভা সমাপ্তি ঘোষণা করে নীল দলের শিক্ষকদের নিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করেন।

কাঁচা খেয়ে ফেলার প্রসঙ্গে ড. আনোয়ার হাসান বলেন, 'আমি তখন রাগান্বিত ছিলাম রাগের মাথায় কি বলেছি জানি না। তবে ওরা আসলে খুব ভয় পেয়েছিলও।'